

৭+

শ্রাদ্ধ মুহাদ্দিস





সূচনা ১

প্রথম ভাগ: কথার সত্যতা যাচাই



চায়না থেকে হায়েনা ৪

ক্রিকেট খেলা ১২

ভালো ছাত্র ১৯

দ্বিতীয় ভাগ: হাদীসের ইতিহাস



নবীজির (ﷺ) সময়ে ২৮

সাহাবীদের সময়ে ৩০

সাহাবীদের ছাত্রদের সময়ে ৩২

তাবি'ঈদের ছাত্রদের সময়ে ৩৭

এরপরের প্রজন্ম ৩৯

সময়রেখা ৪১

মানচিত্র ৪৪

খুদে মুহাদ্দিস: প্র্যাক্টিস ৪৫

জীবনীর অভিধান  ৪৯

সমাধান ৫৬

স্টিকার পেইজ  ৫৭



চায়না থেকে হায়েনা!

সাইদ বসে অঙ্ক বাড়ির কাজ করছিল। এমন সময় মা ঘরে এলেন।

‘জানো কী হয়েছে?’ চোখ গোল গোল করে বললেন।

‘কী, মা?’ সাইদ জিজ্ঞেস করল।

‘চায়না থেকে একটা হায়েনা এসেছে। আমাদের এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আর যাকে সামনে পাচ্ছে ওকেই ধরে কামড়ে দিচ্ছে!’ মা বললেন।

‘তুমি কী করে জানলে?’

‘ময়না বলল যে।’



তদন্ত: কথার উৎস কোথায়?

চায়না থেকে হায়েনা এসেছে, আমাদের এলাকায় ঘুড়ছে আর যাকে সামনে পাচ্ছে কামড় দিচ্ছে।

কথাটা সাইদের ঠিক বিশ্বাস হলো না। এটা কি কখনো সম্ভব? সে ময়না খালাকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করল।



সাইদ

তুমি কি হায়েনাটাকে দেখেছ, খালা?



ময়না

নাহ্। আমি দ্যাখলে তো ভয়ে অজ্ঞান হয় যাইতাম।



সাইদ

তাহলে তুমি জানলে কী করে?



ময়না

সবাই বলাবলি করতাকে, আর পাশের বাড়ির ফাতেমার দাদিও কইল। খবরের কাগজেও নাকি বাইর হইছে।

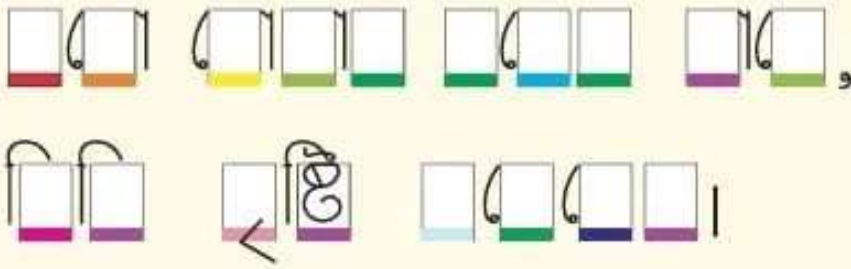
ଆଢ଼ଣା

মহান আল্লাহ্ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা হিসেবে। এই পরীক্ষায় পাস করলে আমরা জান্নাতে যেতে পারব ইন শা আল্লাহ্। কিন্তু পাস করব কীভাবে? সিলেবাস কই? পাঠ্যবই কই? সিলেবাস আর বই হচ্ছে কুরআন। এটি

আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের কাছে বার্তা। তিনি ফেরেশতাদের মাধ্যমে এই বার্তা পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন একজন মানুষের কাছে। সেই মানুষটির নাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ (ﷺ)।

সবচেয়ে প্রথম বার্তা

আল্লাহ্ সবচেয়ে প্রথমে যে আয়াতটি পাঠান, সেটির তর্জমা বের করি।



রঙের কোড মিলিয়ে
খালি ঘরে আক্ষর লিখি।

ক ছ ত ন প ব
ম য র স ড

তবে শুধু বই দিয়ে দিলেই কি পরীক্ষায় পাস করা যায়? বইয়ের বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেয়ার জন্য একজন শিক্ষক লাগে। সেই শিক্ষক হলেন স্বয়ং নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)। তিনি শুধু মানুষকে কুরআন বলে দেন নি, তিনি কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যাও করেছেন। তাঁর সাহাবীরা কুরআনের কিছু না বুঝলে তাঁর কাছে গিয়ে বুঝে নিতেন, কোনো সমস্যায় পড়লে তাঁর কাছে সমাধান চাইতেন। তিনি তাদের ভুল শুধরে দিতেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁর উঠা-বসা, চলাফেরা, খাওয়া-শোয়া – তার পুরো জীবনটিই ছিল কুরআনের প্রতিফলন।

আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন:

“বলে দাও, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে
ডালবাস, তবে আমার অনুসরণ
কর, আল্লাহ তোমাদেরকে
ডালবাসবেন এবং তোমাদের
গুনাহসকল ক্ষমা করবেন, বস্তুতঃ
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম
দয়ালু।’” (৩:৩১)

যতদিন নবীজি বেঁচে ছিলেন, কোনো প্রশ্ন থাকলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা যেত। 'নবীজি, মাগরিবের সালাত কয় রাকাত?' 'নবীজি, সালাতের মাঝখানে অযু ভেঙে গেলে কী করব?'

কিন্তু তিনি মারা গেছেন। আর তাঁকে পাওয়া যাবে না। তাই এখন কোনো প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে তাঁর ব্যাপারে জানতে হবে। তিনি যা যা বলেছেন আর করেছেন সেগুলোর বর্ণনা যতটা পারা যায় লিখে রাখতে হবে।

নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর কথা বা কাজের বর্ণনাকে **হাদীস** বলে।*

কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য

কুরআন	হাদীস

নিচের বাক্স থেকে বাক্য নিয়ে সঠিক ঘরে লিখি।

অনেক বই।
ধরতে অযু লাগে না।
আল্লাহর কথা।
ধরতে অযু লাগে।
একটি বই।
নবী মুহাম্মাদের (ﷺ) কথা।

যারা হাদীস সংরক্ষণের কাজটি করেন তাদের বলা হয় **মুহাদ্দিস**। তবে কাজটি সহজ নয়।

ধরো কেউ যদি বলে যে নবীজি বলেছেন অম্মুক তম্মুক, তাহলেই বিশ্বাস করে ফেলব? নাকি যাচাই করে দেখতে হবে কথাটা আসলেই তিনি বলেছেন কি না?

(*তাঁর মৌন সমর্থন, শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা বা গুণাবলীকেও হাদীস বলে।)

দৈনিক রটনা

জেলায় হায়েনার আতঙ্ক!

দৈনিক রটনা প্রতিবেদক:
জেলার একটি শান্ত গ্রামে
সম্প্রতি দেখা দিয়েছে চরম
আতঙ্ক। সন্ধ্যা নামতেই সবাই
দ্রুত ঘরে ফিরছেন।
এলাকাবাসীর দাবি, গ্রামে
দুকেছে একটি বন্য হায়েনা।

গতকাল কৃষক মনু মিয়া
আমাদের প্রতিবেদককে
জানান, তিনি রাত ৯টায়
খেতের পাশ দিয়ে যাওয়ার
সময় ফসলের আড়াল থেকে

বড় আকৃতির একটি জন্তু হঠাৎ
লাফিয়ে এসে তাঁর পায়ে কামড়
দেয়। ঘটনাস্থলে লোক জড়ো
হলে পর জন্তুটি পালিয়ে যায়।

উপস্থিতদের ধারণা, কামড়ের
ধরন দেখে মনে হচ্ছে এটি
হায়েনার আক্রমণ। বর্তমানে
গ্রামে সন্ধ্যায়ই দোকানপাট বন্ধ
হয়ে যাচ্ছে। পুলিশ বিষয়টি
তদন্ত করছে। অজ্ঞাত জন্তুটি
দ্রুত ধরা হবে—এমন প্রত্যাশায়
দিন কাটাচ্ছেন আতঙ্কিত
এলাকাবাসী।

ঘটছে আরো



ভাবি: জন্তুটি যে হায়েনা
তার প্রমাণ কী?

ঘটনাটির সাক্ষী কে? কে নিজে জন্তুটিকে দেখেছে?

টিক দিই।



☐ ফাতেমার দাদি



☐ কাগজের প্রতিবেদক



☐ মনু মিয়া



☐ এলাকাবাসী



চায়না থেকে হায়েনা এসেছে - এই কথাটি সাইদ কীভাবে জানল? কার কার মাধ্যমে কথাটি তাঁর কাছে এসেছে?

বর্ণনাকারীর মুখ থেকে মোতার কান পর্যন্ত তীর চিহ্ন আঁকি।

এই বর্ণনাকারীর ধারাকে শব্দ দিয়ে লিখলে এভাবে লেখা যায়:

সাইদ বলেছে যে:

মা আমাকে বলেছে যে:

‘ময়না আমাকে বলেছে যে:

ফাতেমার দাদি আমাকে কইছে যে:

‘চায়না থেকে হায়েনা এসেছে’।

এরকম বর্ণনাকারীর ধারাকে হাদীসের ভাষায় বলে **ইসনাদ**।

ইসনাদটির একটি চার্ট বানাই।

সাইদ



সাইদের মা



ফাতেমার দাদি

খালি ঘরটি পূরণ করি।

ই
স
ন
া
দ